কুর'আন মাজিদের শেষ ১০ সুরার বিশ্লেষণ

আল বালাগুল মুবীন

তাফসির অধ্যয়নে কুর'আন শিক্ষার্থীর নোট সিরিজ

এটি তাফসির গ্রন্থ নয়

আল বালাগুল মুবীন-এর

তাফসির অধ্যয়নে কুর'আন শিক্ষার্থীর নোট সিরিজ

এটি তাফসির গ্রন্থ নয়

কুর'আন মাজিদের শেষ ১০ সুরার বিশ্লেষণ

সংকলন এবং সম্পাদনা:

নাঈম আহমেদ

বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (বুয়েট), এমবিএ (আইবিএ - ঢা. বি)

গ্র্যাজুয়েট, বাইয়্যানাহ্ ইনস্টিটিউট (যুক্তরাষ্ট্র) একসেস প্রোগ্রাম (কুরআনিক অ্যারাবিক গ্রামার ক্যারিকুলাম)

০১৭১৫০১১৬৪০

nayeem@biasl.net

অধ্যয়ন এবং গবেষণা সূত্র:

বাইয়্যানাহ্ ইনস্টিটিউট, যুক্তরাষ্ট্র

www.bayyinah.tv

আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআন একাডেমি, ভারত

www.understandquran.com

আল বালাগুল মুবীন এর

তাফসির অধ্যয়নে কুর'আন শিক্ষার্থীর নোট সিরিজ

এটি তাফসির গ্রন্থ নয়

কুর'আন মাজিদের শেষ ১০ সুরার বিশ্লেষণ

প্রকাশনায়:

আল বালাগুল মুবীন

১০৬, পশ্চিম ধানমণ্ডি শংকর চেয়ারম্যান গলি, ঢাকা।

মোবাইল: ০১৭১৫০১১৬৪০

ই-মেইল: albalaghualmubinu@gmail.com

প্রথম প্রকাশ: শাবান, ১৪৪০ হিজরী / এপ্রিল ২০১৯ ঈ.

পৃষ্ঠা বিন্যাস ও মুদ্রণ সহযোগিতায়

আমবাতান পাবলিশিং

১৮ বাবুপুরা, কাঁটাবন ঢাল, নীলক্ষেত, ঢাকা - ১২০৫

ফোন:+88-02-9671014, মোবাইল:+8801713464429,

ইমেইল: ambatanbd@gmail.com

"TAFSEER ADHOYANE QURAN SHIKHARTHIR NOTE SERIES – QURAN MAJIDER SHESH DOSH SURAHR BISLESHON" Compiled by Engr. Nayeem Ahmed, Published by Al Balaghulmubin, 106 West Dhanmondi Sankar Chairman Goli, Dhaka 1207, Bangladesh. Email: albalaghualmubinu@gmail.com

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد

ভূমিকা

মুসলিম হিসেবে কুরআন এর জ্ঞান থাকা অতি আবশ্যক। কুরআন যেমন শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করতে হয় ঠিক একইভাবে এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্যই প্রয়োজন। কুরআন-এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে এর অর্থ বুঝে চিন্তা-গবেষণা করা এবং তা জীবনে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশের ইসলামি সংস্কৃতিতে কুরআন বোঝার বিষয়টি সবচেয়ে অবহেলিত। ফলে মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়ার পরও আমরা প্রকৃত মুসলিম হতে পারছি না। কুরআন থেকে আমরা হিদায়েত নিতে পারছি না। কুরআন শিক্ষা অর্থবহ ভাবে সমাজে চলমান থাকতে হলে কুরআন-এর নিয়মিত দরস অবশ্যই জারি থাকতে হবে। নিচের হাদিসটি লক্ষ করা যেতে পারে:

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "**যখনই কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর গ্রন্থ (কুরআন) পাঠ করে, তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে অধ্যয়ন করে, তাহলে তাদের প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে তাঁর রহমত ঢেকে নেয়, আর মালাইকারা তাদেরকে ঘিরে ফেলেন৷ আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নিকটস্থ মালাইকামণ্ডলীর কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন৷**" মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০

উক্ত হাদিস অনুসারে কুরআন এর দরস আল্লাহ্'র কাছে অত্যন্ত প্রিয় একটি বিষয়। দুনিয়াতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সমাবেশ হলো কুরআন এর দরস। আমাদের এই প্রকাশনাটি কুরআন-এর একটি অনানুষ্ঠানিক নিয়মিত দরস-এর আউটপুট যা থেকে ইন-শায়া-আল্লাহ্ কুরআন-এর আরো দরস চালু হবে বলে আমরা আশা করছি।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন, " তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি যে কুরআন নিজে শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়"। তিনি আরো বলেছেন যে, তাঁর পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌছে দিতে। সুরা ফাতির (৩৫) এর ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, "নিঃসন্দেহ তাঁর বান্দাদের মধ্যের আলীম-পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্কে ভয় করে।" ফলে আলীম হওয়ার মাপকাঠি হল আল্লাহ্ ভীতি, কোনো বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নয়।

মাদ্রাসা/বিদ্যালয়ে যাবার বয়স যাদের চলে গেছে তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে কুরআন শেখার চেষ্টা করেন। আমরা যারা অনানুষ্ঠানিকভাবে কুরআন বোঝা'র চেষ্টা করছি তারা বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক সোর্স থেকে কুরআন-এর ব্যাকরণ, তাফসির শিখে একটি সাপ্তাহিক দরস সিরিজে শেয়ার করে থাকি। এইভাবে রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশিত পদ্ধতিতে আমরা কুরআন বোঝার চেষ্টা করছি। আমাদের দরসগুলোতে কুরআনের সুরাভিত্তিক আলোচনা ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে এবং দরসগুলোর রেকর্ডিং ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া থাকে পরবর্তী সময়ে রিভিউ করার জন্য। এখানে উপস্থাপকের কোনো ছবি থাকে না। দরসের নোটগুলোর বিপরীতে ধারা ভাষ্য চলতে থাকে। দরসের উপর একটি লিখিত নোট বিতরণ করা হয়ে থাকে। ফলে আমাদের দরসে কী আলোচনা হয় তা সবার জন্য উন্মুক্ত। মানুষ মাত্রই ভুল হবেই। কেউ যদি আমাদের সংশোধন করে, তা আমরা সাদরে গ্রহণ করার চেষ্টা করি।

আলহামদুল্লিল্লাহ্, বিগত তিন বছরে উক্ত দরস সিরিজে সুরা আল বাকারাহ্ এবং ৩০তম পারা'র সুরাগুলোর উপর ধারাবাহিক গবেষণা মূলক আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। আমরা মূলতঃ যুক্তরাষ্ট্রের বাইয়্যানাহ্ ইনস্টিটিউট এর কুরআন এর তাফসির সিরিজ এবং কুরআনীয় আরবি ব্যাকরণ কোর্সগুলো অনুসরণ করি যা https://bayyinah.tv/ সাইটে আপলোড করা রয়েছে। এর বাইরে ভারতে আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআন একাডেমি'র কিছু বিশ্লেষণ এখন পর্যন্ত আমাদের অধ্যয়নের তালিকায় রয়েছে।

আলহামদুল্লিল্লাহ্, কুরআন মাজিদের শেষ ১০টি সুরা'র উপর একটি বিশ্লেষণধর্মী শিক্ষার্থী তাফসির নোট [Student's Tafseer Note] এই প্রকাশনায় লিপিবদ্ধ করা হল। এই অবশ্যই একটি নতুন ধারা। এতোদিন আমরা বিদ্বানদের প্রণিত বই পড়ে আসছি। এটি হল শিক্ষার্থী নোট। অর্থাৎ কুরআন মাজিদ বোঝার প্রচেষ্টায় রত শিক্ষার্থী যা বুঝতে পেরেছে তা এখানে লিপিবদ্ধ করেছে। এতে অনেক ভুল থাকা স্বাভাবিক। যা ভবিষতে সংশোধন করতে পারবেন যে কোনো শিক্ষার্থী এবং উস্তাদ। এই প্রকাশনাটি সবার জন্য উন্মুক্ত। কোনো কপি রাইট নেই। যে কেউ এটির ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে, উপস্থাপনা আরো সুন্দর করে যে কোনো মাধ্যমে বিষয়টি'র উপর প্রকাশনা করতে পারবেন, সংকলকের অনুমতির প্রয়োজন নেই ।

এই শিক্ষার্থী তাফসির নোটটির উপর একটি অডিও-ভিডিও উপস্থাপনা আল বালাগুল মবিন-এর ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা রয়েছে। https://www.youtube.com/channel/UCHsWfOl91OIuPUpjiEB8zpQ। উক্ত চ্যানেলে প্লে-লিস্ট এ সুরাভিত্তিক উপস্থাপনাগুলো গ্রুপ করা রয়েছে। এই প্রকাশনার শেষে এই প্লে-লিস্টগুলোর কিউআরএফ কোড সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে একই উপস্থাপনা তিনটি সেশনে করা হয়েছে। শুক্রবার বাদ ফজর, শুক্রবার সকাল ৯টায় এবং শনিবার বাদ ফজর বনানী মসজিদে। ফাইলগুলোর শেষ তারিখ এবং ফজর, মর্নিং এবং বনানী ট্যাগ দিয়ে বিষয়টি নির্দেশ করা রয়েছে। একই বিষয়ে ৩ বার আলোচনা করা হলেও উপস্থাপনার ভিন্নতা রয়েছে এবং কোনো আলোচনায় কোনো একটি পয়েন্ট মিস হলে অন্যটিতে সেটা কভার করা হয়েছে। ফলে সবগুলো উপস্থাপনা দেখা গেলে বিষয়টি'র উপর ৩ বার রিভিউ হবে যা শেখার জন্য বেশ কার্যকর।

এই প্রকাশনা এবং অডিও-ভিডিও উপস্থাপনার মূল উদ্দ্যেশ্য হলো: একজন আগ্রহী শিক্ষার্থী এখান থেকে বিষয়টি নিজের মতো করে নিজে নিজে শিখে নিতে পারবেন [تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ] । অতঃপর আশা করা হচ্ছে যে, তিনি সেটা আরো সুন্দরভাবে অন্যদের সামনে উপস্থাপন করবেন [وَعَلَّمَهُ] । ফলে তাঁর শেখাটি কার্যকর হবে এবং একইভাবে নতুন শিক্ষার্থী তৈরি হবেন। ফলে রাসুল (সাঃ)-এর সেই হাদিসটি'র বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হবে : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়"।

কুরআন মাজিদের শেষ ১০ সুরা'র উপর এই অধ্যয়ন প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে সুরাগুলো'র মর্মার্থ বোঝা এবং প্রতিদিনের সলাহয় এই সুরাগুলোর পঠনের সময় মনোনিবেশ সহজ করা। আল্লাহ্ কুরআন নিয়ে আমাদের চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন। প্রতিটি সলাহয় কুরআন মাজিদের যে অংশগুলো আমরা পাঠ করি বা শ্রবণ করি তা গভীরভাবে অন্তকরণের মাধ্যমে কুরআন এর সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। সেই আলোকে আমাদের এই প্রচেষ্টা। সুরাগুলোর শাব্দিক অর্থের পাশাপাশি তফসির বিশ্লেষণ বোঝাটা জরুরী। তার উপর ভিত্তি করে আমাদের নিজস্ব চিন্তা-গবেষণাকে এগিয়ে নিতে হবে। বিভিন্ন তাফসিরকারক তাঁদের চিন্তা-গবেষণাগুলো লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেটা থেকে আমাদের প্রত্যেকের বুঝটা এগিয়ে নিতে হবে। বর্তমান সময় অডিও-ভিডিও মিডিয়া রেকর্ডিং এর যুগে এই তাফসিরগুলোর উপর আলোচনা শোনার সুযোগ তৈরী হয়েছে যা পঠনের চেয়ে আরো বেশী কার্যকর। সেই আলোকে এই তাফসির শিক্ষার্থী নোটটি তৈরী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
এই ১০টি সুরা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,
(ক) সুরাগুলোর নিজস্ব সতন্ত্র বক্তব্য থাকার পাশাপাশি এগুলো ক্রম অনুসারেও একটি অন্যটি'র সাথে বিভিন্ন মাত্রায় সংযুক্ত হয়ে আরো বড় পরিসরে অভিবক্তি প্রকাশ করছে।

(খ) সুরা গুলো'র আয়াতের বিন্যাসে বিভিন্ন ধরণের কাঠামো পরিলক্ষিত হয়েছে যা এর বিশ্লেষণকে আরো ব্যাপক করেছে।

(গ) এই ১০টি সুরার বাইরেও কুরআন মাজিদের অন্যান্য সুরার বিভিন্ন আয়াতের সাথে এই সুরাগুলোর বিশেষ সংযোগ এবং প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে।

(ঘ) পর পর দুটি সুরার মধ্যে সংযোগ খুব বেশী শক্তিশালী হওয়া, অনেক সাহাবী সেই দুটি সুরার মাঝে বিসমিল্লাহ্ না পড়ে এক সাথে মিলিয়ে পড়েছেন।

ঙ) সুরা আল কাফিরুন এবং সুরা আল ইখলাস পাশাপাশি সুরা না হওয়া শর্তেও এই দুটি সুরা বিশেষ কিছু নাওফেল/সুন্নত সলাহয় পাঠ করা হয়ে থাকে। বিশ্লেষণে দেখে গেছে তাদের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ রয়েছে।

চ) প্রতিদিন সলাহর পর সুরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস পাঠ করার সুন্নত রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্'র কাছে সবধরণের অমঙ্গল/অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। এই সুরাগুলোর বক্তব্যে তা পরিস্ফুটিত, যা বোঝা বিশেষ প্রয়োজন।

এই প্রকাশনাটির তথ্যসূত্র হিসেবে কোনো বইয়ের তালিকা নেই। কারণ এগুলো মূলত তৈরী করা হয়েছে বাইয়্যানাহ্ ইনস্টিটিউট এর তাফসির লেকচার থেকে। লেকচারগুলো বিভিন্ন তাফসির এবং হাদিস গ্রন্থ গবেষণা করে তৈরী করা হয়েছে। ফলে কোনো বিষয়ে অস্পস্ট মনে হলে, বাইয়্যানাহ্ –এর ওয়েবসাইট থেকে তা দেখে নেয়া যেতে পারে। কুরআনিয় আরবি শব্দের অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ ইয়াহিয়া সংকলিত কুরআনিয় আরবি অভিধানটি ব্যবহার করা হয়েছে।
এই প্রকাশনা এবং উপস্থাপনাগুলো তৈরিতে আমাদের কুরআন-এর সাপ্তাহিক ৩টি দরসে উপস্থিত সাহাবীরা প্রত্যেকে বিশেষভাবে সাপোর্ট দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন, এই কাজটি উত্তম কাজগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং এটিকে আমাদের জান্নাতে যাবার উপলক্ষ করে দিন !

গত তিন বছরে আমাদের কুরআন এর দরসটি বেশ কয়েকবার বাধার সম্মুখীন হয়েছে। আলহামদুল্লিল্লাহ্, আল্লাহ্'র অনুমতিক্রমে সব বাধা অতিক্রম করে অতীতের চেয়ে আরো ভালোভাবে দরসগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্প্রতি এই সিরিজটি যেদিন শেষ হয় বনানী মসজিদে, সেদিন অনাকংখিতভাবে বনানী মসজিদ কমিটির কিছু সদস্য আমাদের এই দরসটি বন্ধ করে দেয়। আল্ হামদুল্লিল্লাহ্, আরো ভালো পরিসরে এর পরের সপ্তাহগুলোতে আরো দুটি জায়গায় (গুলশান সোসাইটি মসজিদ এবং মিরপুর ডিওএইচএস-এ) নতুন কুরআন-এর দরস শুরু হয়।

দরসের প্রতিদিনের নোটগুলোর বানান এবং বাক্যগঠনগুলো নিয়মিত সংশোধন করেছেন মোঃ নজরুল ইসলাম ভাই, প্রকাশনাটি ব্যবস্থাপনা করেছেন মোঃ ফেরদৌস আলম ভাই, আল্লাহ্ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দিন। ৩টি নিয়মিত দরস ব্যবস্থাপনায় অনেকেই নিয়মিতভাবে সাপোর্ট দিয়েছেন, আর্থিকভাবে অনেকেই সহযোগিতা করেছে, মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এবং নিয়মিত অংশগ্রহণ করে অনেকেই একনিষ্ঠভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। দরসগুলোতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের একটি তালিকা শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন!

এই প্রকাশনাটির একটি চলমান সফট কপি পিডিএফ ফাইল হিসেবে আপডেট করা থাকবে। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল যেকোনো ধরনের ভুল-ভ্রান্তি আমাদের কাছে পাঠান। ইন্-শায়া-আল্লাহ্ আমরা সাথে সাথেই তা সফটকপিতে আপডেট করব এবং পরবর্তী প্রকাশনা'য় তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

পরিশেষে বিশেষভাবে দোয়া করতে চাই বাইয়্যানাহ্ ইনস্টিটিউট, যুক্তরাষ্ট্র-এর সকল কর্মচারী কর্মকতা ও বিশেষ করে উস্তাদ নুমান আলী খান-এর জন্য এবং আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআন একাডেমি, ভারত এর সকল কর্মচারী কর্মকতা ও বিশেষ করে ড. আব্দুর রাহীম আবুদল আজিজ-এর জন্য। তাঁদের কুরআন বোঝার বিভিন্ন গবেষণা এবং কোর্স অধ্যয়ন থেকে আমাদের এই কাজটি সম্পাদিত হয়েছে আল্লাহ্'র ইচ্ছায়। আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন! সকল হামদ (প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা) আল্লাহ্'র জন্য যিনি হলেন আমাদের রাব্ব (প্রভু, প্রতিপালক, অনুগ্রহদাতা, বিশ্বচরাচরের ধারক, প্রতাপশীল)।

(সংকলক এবং সম্পাদক)

সূচিপত্র

কুরআন মাজিদের শেষ ১০টি সুরার মধ্যে আন্তঃসংযোগ এবং বিন্যাসক্রম	১
সুরা আল – ফিল	১০
সুরা আল – কুরাইশ	১৭
সুরা আল – মাউন	২৬
সুরা আল – কাউসার	৩৭
সুরা আল – কাফিরুন	৬২
সুরা আন – নসর	৭৬
সুরা আল – লাহাব	৯৭
সুরা আল – ইখলাস	১০৯
সুরা আল – ফালাক	১২৩
সুরা আন – নাস	১৩৯
আল বালাগুল মুবীন এর ইউটিউব চ্যানেলের প্লে-লিস্ট এর কিউ আর কোড	১৫৭
কুর'আন-এর দরসে উপস্থিত ব্যক্তিদের তালিকা	১৫৯

কুরআন মাজিদের শেষ ১০টি সুরার মধ্যে আন্তঃসংযোগ এবং বিন্যাসক্রম:

কুরআন মাজিদের শেষ ১০টি সুরা, বলা যায় সব মুসলিমদের মুখস্ত। প্রতিদিন সলাহ্'য় এগুলো পড়া হয়ে থাকে। সুরাগুলো ছোট হওয়া'য় এর ব্যবহার বেশী। বেশীর ভাগ মুসলিম এই সুরাগুলো দ্রুততার সাথে সলাহ্'য় পড়ে থাকেন এবং এর অর্থ ও ভাবের প্রতি থাকেন উদাসীন। অথচ প্রতিটি সুরা আকারে ছোট হলেও এর অভিব্যক্তি বেশ শক্তিশালী। কুরআন-এর ৩০তম পারার অন্যান্য সুরাগুলো থেকে এগুলো আলাদা। ৩০তম পারার ৭৮ থেকে ১০৪ নং সুরাগুলোর একটি সাধারণ প্রসঙ্গিক বিষয় হল "আখিরাতের জীবন" যা শেষ ১০টি সুরায় নেই। শেষ ১০টা সুরা কুরআন নাজিলের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের সাথে সম্পর্কিত। এই সুরাগুলোর অনেক প্রেক্ষাপট এবং ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে।

৩০ তম পারার সুরা আল হুমাযাহ পর্যন্ত পরকালের ব্যাপারে সাধারণ ভাবে সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে। যেমন সুরা আল হুমাযাহ তে বলা হয়েছে "ধিক্ প্রত্যেক নিন্দাকারী কুৎসারটনাকারীর প্রতি,.." । আপনি যখন সাধারণভাবে কথা বলেন, তখন মানুষ তার প্রতি যা বলা হচ্ছে তা গুরুত্ব নাও দিতে পারে। অতএব মাঝে মাঝে তাদের সরাসরি "তুমি/তোমাদের বলা হচ্ছে" সম্বোধন করে অথবা ব্যক্তিনাম বা গোত্রনাম উল্লেখ করে বার্তাটি বলা হয়ে থাকে, যাতে করে সে অথবা তারা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে।

কোরাইশ গোত্রের মানুষ এবং যারা কুরআনকে অস্বীকার এবং প্রতিরোধ করতে চায় বা চাচ্ছিলো, তারা এর পরিণতি সম্বন্ধে সজাগ হচ্ছিল না যতক্ষণ না তাদের সরাসরি সম্বোধন করে তা বলা হচ্ছিল যে, তোমাদের শাস্তি পেতে হবে। ফলে এই ১০টি সুরার সিরিজে কোরাইশদের সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে।

আগের সুরা আল হুমাযাহ এ জাহান্নামের একটি বর্ণনা এসেছে যাকে বলা হয়েছে হুতামা, যা তার ভিতরের মানুষদের দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। হুতামান অর্থ যা পায়ের নিচে আসে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পাউডারে পরিণত করা।

৩০তম পারার সুরাগুলোতে পরবর্তী জীবনের সতর্কতার শেষ বর্ণনা হিসেবে সুরা আল হুমাযাহ তে জাহান্নামের একটি ভয়ংকর বর্ণনা ছিল, আল্লাহ্ শেষ ১০ সুরা সিরিজের প্রথমটিতে কোরাইশদের প্রতি উদ্দেশ্য করে প্রায় একই রকম শাস্তির একটি বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন, যা ইতঃপূর্বে মক্কার বুকে সংগঠিত হয়েছিল।

সুরা আল ফিল-এ আল্লাহ্ কীভাবে হাতি'র সাহাবী বাহিনী'র প্রতি শাস্তি প্রেরণ করেছেন তা বর্ণনা করেছেন। সুরা আল ফিল-এর শেষ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে তাদের চর্বিত খড়-কুটায় পরিণত করা হয়েছিল, যা হুতামা'য় চূর্ণ-বিচূর্ণ জাহান্নামবাসীদের সদৃশ।

কোরাইশ নেতৃত্বের সাথে আল্লাহ্'র রাসুল (সাঃ)-এর কুরআন এবং ইসলাম নিয়ে দ্বন্দ্বের শুরু হয় মক্কা নগরীতে। মক্কা নগরীতে কুরআন মাজিদ-এর নাজিলের শুরু এবং বলা হয়ে থাকে কুরআন-এর দুই তৃতীয়াংশ নাজিল হয়েছে মক্কায়। এই মক্কা নগরীর গোড়াপত্তন করেছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)। আল্লাহ্'র নির্দেশে তিনি তাঁর স্ত্রী হাজেরা এবং শিশুপুত্র ইসমাইল (আঃ)-কে মরুভূমিতে রেখে গিয়েছিলেন এবং যে জায়গায় রেখে গিয়েছিলেন সেখানে পরবর্তী সময়ে মক্কা নগরী গড়ে উঠে জমজম কুয়াকে ঘিরে এবং সেখানে তিনি এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) আল্লাহ্'র নির্দেশে কাবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) দুই দফা এই নগরীর জন্য দোয়া করেছিলেন। প্রথম বার যখন তিনি তাঁর পরিবারকে ধু ধু মরুপ্রান্তরে ছেড়ে গিয়েছিলেন তখন এবং পরবর্তী সময়ে যখন সেখানে বসতি গড়ে উঠছিল তখনও তিনি দোয়া করেছিলেন, যা সুরা বাকারাহ'য় এবং সুরা ইব্রাহীমে বর্ণিত রয়েছে।

এই দোয়াগুলো কুরআন মাজিদের শেষ ১০টি সুরার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং এগুলোকে ক্রমান্বয়ে সংযুক্ত করে একটি অসাধারণ অভিব্যক্তি প্রকাশ করছে। এই সুরাগুলোর অনেক ধরনের বিশ্লেষণের মধ্যে এটি একটি ধারা যা কুরআন গবেষকদের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই বিশ্লেষণটি এখানে আলোচনা করার প্রচেষ্টা নেওয়া হল:

ইব্রাহীম (আঃ) মক্কা নগরীর জন্য দুই বার দোয়া করেছেন, যা বর্ণিত হয়েছে সুরা বাকারাহ্'র ১২৬ নং এবং সুরা ইব্রাহীমের ৩৫ নং আয়াতে:

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿126﴾ ২:১২৬. *আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, 'হে আমার রব, আপনি একে নিরাপদ নগরী বানান এবং এর অধিবাসীদেরকে ফল-মূলের রিযক দিন যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে'। তিনি বললেন, 'যে কুফরী করবে, তাকে আমি স্বল্প ভোগোপকরণ দিব। অতঃপর তাকে আগুনের আযাবে প্রবেশ করতে বাধ্য করব। আর তা কত মন্দ পরিণতি'।*

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ১৪:৩৫ *যখন ইব্রাহীম বললেনঃ হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন।*

মুফাসসিরদের মতে সুরা বাকারাহ্'র দোয়াটি প্রথম অবস্থায়, যখন সেখানে ছিল ধু ধু মরু প্রান্তর। কারণ উক্ত দোয়াতে بَلَدًا শব্দটি নাকিরা/অনির্দিষ্ট এবং পরের দোয়াতে الْبَلَدَ শব্দটি মারেফা/নির্দিষ্ট।

এই দোয়াগুলোতে ইব্রাহীম (আঃ) মক্কা নগরীকে নিরাপদ শান্তিময় করার জন্য এবং এর পাশাপাশি সবধরনের ফল-ফলাদির সরবরাহ নিশ্চিত করে সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করেছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী একটি সমাজ টিকে থাকতে পারে না যতক্ষণ না পর্যন্ত এতে শান্তি এবং সমৃদ্ধি বজায় থাকে। এটি ছিল ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুগভীর প্রজ্ঞার প্রতিফলন।

আমরা আরো জানি যে, আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আঃ)-কে মানব জাতির ইমাম বানিয়েছেন (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ২:১২৪)। এর ফলে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর দায়িত্ব নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন এবং আল্লাহ্'র কাছে ক্রমাগত দোয়া করছিলেন, যা সুরা বাকারায় ১২৫ থেকে ১২৯ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

সব বিশ্বাসী ব্যক্তি তার পরিবারের নেতা বা ইমাম। তাই সে আল্লাহ্'র কাছে দোয়া করতে থাকে:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ২৫:৭৪ *হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন জুড়িসমূহ ও সন্তান-সন্ততি দান কর যাহারা হইবে আমাদের চক্ষু শীতলকারী (হৃদয় জুড়ানী), এবং আমাদিগকে মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য বানাও।*

যখন আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আঃ)-কে ইমাম বানানোর ঘোষণা দিলেন সাথে সাথে তিনি দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝে দোয়া করতে শুরু করলেন। প্রথমে বললেন " قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ তিনি বললেন -- "*আর আমার বংশধরগণ থেকে?*" অর্থাৎ তাঁর বংশধরদের সবাই কি ইমাম হবে অর্থাৎ সৎকর্মশীল হবে? এইভাবে তিনি তাঁর বংশধরদের জন্য দোয়া করলেন। তখন আল্লাহ্ বললেন, "قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ *তিনি বললেন -- "আমার অঙ্গীকার অন্যায়কারীদের উপরে বর্তায় না।*" অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে সবাই সৎকর্মশীল হবে না। তবে যারা সৎকর্মশীল হবে তারা ইমাম হবে এবং অসৎ কর্মশীলরা জালিম হবে।

এরপর সুরা বাকারাহ্ তে ১২৬ নং আয়াতে যখন মক্কা নগরীর জন্য দোয়া করলেন তখন যারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতে বিশ্বাস করবে তাদের জন্য শান্তি এবং সম্বৃদ্ধির দোয়া করলেন " رَبِّ اجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ। "*আমার প্রভু! এটিকে তুমি নিরাপদ নগর বানাও, আর এর লোকদের ফলফসল দিয়ে জীবিকা দান কর -- তাদের যারা আল্লাহ্তে ও আখেরাতের দিনে ঈমান এনেছে।*"

এই দোয়ার বিপরীতে আল্লাহ্ বলেলন, "قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ তিনি বললেন -- *"আর যে অবিশ্বাস পোষণ করবে তাকে আমি ক্ষণেকের জন্য ভোগ করতে দেব, তারপর তাড়িয়ে নেব আগুনের শাস্তির দিকে, আর নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থলা"* অর্থাৎ বিশ্বাসীদের আল্লাহ্ শান্তি-সমৃদ্ধি দান করবেন তবে অবিশ্বাসীদেরও তিনি এই দুনিয়ায় কিছুকালের জন্য জীবনোকরণ প্রদান করবেন, কিন্তু তাদের পরিণতি হবে জাহান্নাম।

শেষ ১০টি সুরা:

সুরা আল ফিল (১০৫)

আব্রাহা হাতি সম্বলিত একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে কাবা ঘর এবং মক্কা নগরী ধ্বংস করতে মক্কার উপকণ্ঠে হাজির হয়েছে। আব্রাহার সৈন্য সংখ্যা তৎকালীন মক্কার অধিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল উপরন্তু হাতি নিয়ে সে হাজির হয়েছে যা মক্কাবাসী ইতঃপূর্বে দেখেনি এবং এই হাতিগুলো নিমিষে তাদের সব ঘরগুলো ধুলিসাৎ করে দিতে সক্ষম। এই রকম একটি অসম্ভব পরিস্থিতিতে মক্কাবাসী পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এবং তাদের কিছু নেতা আপোষ-মিমাংসার জন্য আব্রাহার সাথে দেন দরবারে করছিল। কিন্তু আব্রাহা তার সিদ্ধান্তে অটল ছিল এবং সে কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল। এই রকম একটি পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া কবুলের প্রমাণ দিলেন অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে। লক্ষ লক্ষ পাখি আল্লাহ্'র নির্দেশে আকাশ থেকে পাথর নিক্ষেপ করে আব্রাহার বাহিনীকে ছিন্ন-বিছিন্ন করে মক্কা নগরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল।

সুরা আল কোরাইশ (১০৬)

ইব্রাহীম (আঃ) মক্কা নগরীর নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেছিলেন, যার কবুলের প্রমাণ সুরা আল ফিল। ইব্রাহীম (আঃ) মক্কা নগরীর নিরপত্তার পাশাপাশি এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতে ইমান আনবে তাদের সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করেছিলেন। এই দোয়ার বিপরীতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের পাশাপাশি অবিশ্বাসীদের কিছু কালের জন্য জীবনোপকরণ প্রদানের কথা বলেছেন।

সুরা আল কোরাইশে এই সমৃদ্ধির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মক্কা নগরীতে কাবা ঘরের মর্যাদা'র কারণে মক্কাবাসী সমগ্র আরব বিশ্বে সমীহ লাভ করে থাকতো। ফলে তাদের বাণিজ্য কাফেলা কখনই মরুদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হত না। ফলে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সমৃদ্ধ ছিল। আব্রাহা'র ধ্বংসের পরবর্তী সময়ে এই সমৃদ্ধি আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। এটি ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে হয়ে আসছিল। বিষয়টি এই সুরার মাধ্যমে কোরাইশদের স্মরণ করিয়ে, এক আল্লাহ্'র ইবাদত করার আহবান করা হয়েছে – " فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۝ ৩. *অতএব তাহারা 'ইবাদত করুক এই গৃহের রব্ব এর! ৪. যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন; এবং ভীতি হইতে উহাদিগকে নিরাপদ করিয়াছেন।*" ।

সুরা আল ফিল এবং সুরা আল কোরাইশ, ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুরা বাকারাহ্'র ১২৬ আয়াতে করা দোয়া " رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ " কবুলের বর্ণনা।

সুরা আল মাউন (১০৭)

তৎকালীন মক্কার অধিবাসীরা কি ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ? তারা ছিল জালিমদের অন্তর্ভুক্ত [" قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ *তিনি বললেন -- "আমার অঙ্গীকার অন্যায়কারীদের উপরে বর্তায় না"*] তাদের বর্ণনা হল সুরা আল মাউন। ইব্রাহীম (আঃ) সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করেছিলেন তাদের জন্য যার আল্লাহ্ এবং আখিরাতে বিশ্বাস করে। তৎকালীন কোরাইশ নেতৃত্ব বিচারের দিনকে

অস্বীকার করত মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণের মাধ্যমে। এর পাশাপাশি তারা সলাতের ব্যাপারে উদাসীন ছিল অথচ ইব্রাহীম-ইসমাইল (আঃ)-এর সময় থেকে ইবাদতের সকল পদ্ধতি তাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মানুষের প্রতি তাদের হীনমন্যতা এতোটাই নীচে চলে গিয়েছিল যে সামান্য বিষয়ে তারা একে অপরকে সহযোগিতা করত না (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) ।

এই ধরনের মানুষ কাবা ঘরের তত্ত্বাবধায়ক এর মর্যাদা পেতে পারে না। ইব্রাহীম (আঃ) এদের জন্য দোয়া করেননি। ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রকৃতি অনুসারী হলেন মুহাম্মদ (সাঃ)। তাঁর সম্পর্কিত সুরা হল পরবর্তী সুরা আল কাউসার।

সুরা আল কাউসার (১০৮)

সুরা বাকারাহ্'য় ইব্রাহীম (আঃ) আরো দোয়া করেছিলেন:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ ২:১২৭. *আর যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কা'বা গৃহের ভিত্তি নির্মাণ করিতেছিল; (তখন তাহারা বলিল), 'হে আমাদের রব্ব! আমাদের এই কাজ কবুল কর; নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ'।*

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ ২:১২৮. *'হে আমাদের রব্ব! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত করিও এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার এক অনুগত উম্মত বানাইও, আর আমাদিগকে (ইবাদতের) নিয়ম-পদ্ধতি দেখাইয়া দাও, আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও, নিশ্চয় তুমি অতীব ক্ষমাশীল (অতিশয় তওবাকবুলকারী) অসীমদয়ালু'*

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ ২:১২৯. *'হে আমাদের রব্ব! তাহাদের মধ্যে একজন রসূল তাহাদের হইতে প্রেরণ করিও- যে তোমার আয়াত তাহাদের প্রতি তিলাওয়াত করিবে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিক্মাহ্ এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবে; তুমি তো পরাক্রমশালী মহাপ্রজ্ঞাময়।*

উক্ত দোয়ার সিরিজে ইব্রাহীম (আঃ) কাবা ঘর নির্মাণকালে একটি মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করেছেন। আরো দোয়া করেছিলেন যে, কাবা ঘর-কে ঘিরে সেই উম্মাহর নেতৃত্ব দেবেন একজন রাসুল। সেই রাসুল হলেন মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তিনিই হলেন কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের মূল উত্তরাধিকারী। তিনি ইব্রাহীম-ইসমাইল (আঃ)-এর চালুকৃত ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি পুনপ্রতিষ্ঠা করবেন। আল্লাহ্ তাঁকে বড় ধরনের প্রাচুর্য দিয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে জান্নাতের একটি সুপানীয় সম্পন্ন বিশাল জলাশয়, এর পাশাপাশি দুনিয়াতে যে সমস্ত প্রাচুর্য দিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে: কুরআন, মক্কা বিজয়, ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রকৃত উত্তরাধিকার, আল্লাহ্'র ঘরকে মূর্তিমুক্ত করে এর মর্যাদা পুনপ্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি।

সুরাটির ২য় আয়াতে রয়েছে: " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ ২. *সুতরাং তুমি তোমার রব্ব এর উদ্দেশে সলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর*; " । এটি সরাসরি ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুন্নাহ্, যা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

সুরা আল মাউন ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশ থেকে আসা অযোগ্যদের বর্ণনা, সুরা আল কাউসার নাজিল করা হয়েছে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশের সবচেয়ে যোগ্য উত্তরাধীকারী- মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি।

ফলে কোরাইশরা আর মোটেই একই বংশ ধারায় অন্তর্ভুক্ত নয়। উপরন্তু দুই ভাগে বিভক্ত এবং একে অপরের শত্রু (شَانِئَ) । প্রকৃত বিশ্বাসীদের শত্রু হল প্রকৃত অবিশ্বাসীরা।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّـهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّـهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ ৬০: ৪. *তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ, যখন তাহারা তাহাদের জাতিকে বলিল, 'তোমাদের সহিত ও তোমরা আল্লাহ্‌ পরিবর্তে যাহার দাসত্ব কর উহার সঙ্গে অবশ্যই আমরা সম্পর্কহীন, আমরা তোমাদের মানি না, আর তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হইল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য ; যদি না তোমরা এক আল্লাহেত ঈমান আন', (শুধু) ব্যতিক্রম তাহার পিতার প্রতি ইব্রাহীমের উক্তি, 'আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব –কিন্তু তোমার বিষয়ে আল্লাহ্‌'র নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না' ; (ইব্রাহীম ও তাহার অনুসারিগণ বলিল), 'হে আমাদের রব্‌! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করি, তোমারই অভিমুখী হই আর গন্তব্য তো তোমারই প্রতি।*

সুরা আল কাফিরুন (১০৯)

আরব ইতিহাসে একজন ব্যক্তির নাগরিকত্ব হল তার গোত্র। অর্থাৎ গোত্র পরিচয় তার প্রধান পরিচয়। সুরা আল কাফিরুন-এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্‌ তাঁর রাসুল কে তাঁর নাগরিত্ব অর্থাৎ গোত্র পরিচয় পরিত্যাগের ঘোষণা দিতে বললেন এই বলে যে, তুমি কোরাইশ নেতৃত্বকে সম্বোধন কর " হে কাফিরগণ (জেনে বুঝে সত্য পরিত্যাগকারীগণ)", তাদের আর সম্বোধন করা যাবে না এই বলে যে, "হে আমার কাওম !" বা "হে কোরাইশ !"।

মক্কার মানুষ দুইভাগে বিভক্ত হল। রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণ হলেন প্রকৃত বিশ্বাসী অর্থাৎ আল মু'মিনুন। সত্য অস্বীকারী কোরাইশ নেতৃত্ব এবং তাদের অন্ধ অনুসারীগণ হল প্রকৃত অবিশ্বাসী অর্থাৎ আল কাফিরুন। সরাসরি দ্বন্দ্ব, অতএব সংর্ঘষ সংঘাত অনিবার্য এবং তা অচিরেই সংগঠিত হতে যাচ্ছে। এই সংঘর্ষে একপক্ষ জয়লাভ করবে। এই জয়লাভ সংক্রান্ত সুরা হল পরের সুরা আন- নসর।

সুরা আন- নসর (১১০)

আল্লাহ্‌ বললেন,:" ۝١ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ۝٢ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّـهِ أَفْوَاجًا ۝٣ ১. *যখন আসিবে আল্লাহ্‌'র সাহায্য ও বিজয় ২ এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌'র দ্বীনে (জীবনব্যবস্থায়) প্রবেশ করিতে দেখিবে...*

এটি ছিল আল্লাহ'র ওয়াদা যে, তাঁর রাসুল (সাঃ) এই যুদ্ধে বিজয়ী হবেন। মানব ইতিহাসে এটি একটি বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং দৃষ্টান্ত – আল্লাহ্‌'র দ্বীন পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হল।

শেষ রাসুল এবং তাঁর চূড়ান্ত বিজয়।

যেকোন বড় বিষয় ঘটার পূর্বে ছোট ছোট নিদর্শন প্রকাশিত হয়। বড় ভূমিকম্পের আগে ছোট ছোট ভূমিকম্প হয়ে থাকে। মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌'র সবচেয়ে বড় অলৌকিক নিদর্শন ছিল সাগর-বিভক্তি। এই বড় নিদর্শনের পূর্বে অনেকগুলো ছোট ছোট অলৌকিক নিদর্শন দিয়েছিলেন। শেষ রাসূলের চূড়ান্ত বিজয়ের আগে অনেকগুলো ছোট ছোট বিজয় আসছিল। তার মধ্যে তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু আবু লাহাবের পরিণতি ছিল উল্লেখযোগ্য। আবু লাহাবের পরিণতি নিয়ে পরের সুরাটি – সুরা লাহাব।

সুরা লাহাব (১১১)

এই সুরাটিতে আল্লাহ্ বলছেন আবু লাহাব এবং তার স্ত্রীর ধ্বংসের কথা। যারা তৎকালীন মক্কায় রাসুল (সাঃ)-কে সবচেয়ে বেশী অপদস্থ করেছিল। বড় বিজয়ের আগে একটি ছিল উল্লেখযোগ্য ছোট বিজয়ের বর্ণনা। পাশাপাশি এই সুরাটি বর্ণনা করছে কাফিরদের করুণ পরিণতি।

শাইখ আমিন আহমেদ ইসলাহী (তাঁর তাদাব্বুরুল কুরআন গ্রন্থে) এবং শাইখ মুহাম্মদ ফারুক উজ জাইন (তাঁর নাদিমুল কুরআন গ্রন্থে) উল্লেখ করেছেন যে, যখন মানুষ দীর্ঘ সময়ব্যাপী কোন যুদ্ধে নিয়োজিত থাকে – তারা ভুলে যায় কী কারণে তারা যুদ্ধ করছে। এমনি কি ভুলে যায়, এই দ্বন্দ্বের মূল বিষয় কী ?

সুরা আল ইখলাস (১১২)

বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস অনেক প্রাচীন এবং দীর্ঘদিন যাবত চলে আসছে। অতএব এই সুরায় আল্লাহ্ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কেন এই দ্বন্দ্ব ঘটছে। বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া'য় তিনি শুধু যারা ইমান এনেছে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রদানের অনুরোধ করেছিলেন। অবিশ্বাসীদের জন্য তিনি দোয়া করেননি। ফলে এই দ্বন্দ্ব অনেক প্রাচীন। ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবন সংগ্রামের মূল বিষয় কী ছিল তা যদি সারাংশ করা যায় তবে দেখা যাবে যে, এটি ছিল তাওহীদ – আল্লাহ্'র একত্ববাদ, শুধু তাঁর উপর ভরসা/নির্ভর করা, শুধু তাঁর ইবাদত করা, একনিষ্ঠভাবে শুধু তাঁর কাছে চাওয়া ইত্যাদি। এটি ছিল তাঁর উত্তরাধিকার। সুরা ইব্রাহীমের ৩৫ নং আয়াতে মক্কা নগরী'র নিরাপত্তা'র দোয়া'র সাথে তিনি তাওহীদের সুরক্ষা'র দোয়া করেছিলেন "....আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। ১৪:৩৫"

অতএব এই সুরার মাধ্যমে আমাদের উম্মাহ্'র মূল এজেন্ডা কী তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল। ﴿١﴾ قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ। আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, আমরা আল্লাহ্'র দ্বীন-ধর্মের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছি। অপ্রতিরোধ্য আল্লাহ্'র একত্ব, একজন বিশ্বাসী তা সর্বদা সমুন্নত রাখার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

সুরা আল ফালাক (১১৩)

প্রত্যেক নাবী-রাসুল এই তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাঁদের জীবদ্দশায় বাস্তবায়নে সবচেয়ে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সময়ের প্রবাহে, বাহির এবং ভিতর থেকে নেতিবাচক প্রভাব এই তাওহীদ-এর লালনকে প্রভাবিত করতে থাকে। এই চেতনাকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা নিতে থাকে যা বর্ণিত হয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

এই তাওহীদের সুরক্ষার জন্য আল্লাহ্ দুটি প্রহরী পাঠিয়েছেন , যা বাহিরের এবং ভিতরের মন্দ প্রভাবগুলোকে প্রতিহত করে তাওহীদ-কে সমুন্নত রাখবে।

অতএব আল্লাহ্ সুরা আল ফালাক প্রেরণ করেছেন বিশ্বাসীদের বাইরের মন্দ প্রভাব থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য।

﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿٢﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٥﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

সুরা আন নাস (১১৪)

এবং আল্লাহ্ সুরা আন – নাস বিশ্বাসীদের ভিতরকার মন্দ কু-মন্ত্রণা থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য প্রেরণ করেছেন।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَٰهِ النَّاسِ ③ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

এই ১০টি সুরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর চেতনার ভিত্তিতে সংযুক্ত রয়েছে, যা আল্লাহ্'র শেষ রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সংযুক্ত যিনি এই চেতনাকে সুন্দরতমভাবে পুনরুদ্ধার করেছেন।

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ *৩:৯৫. বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলেন'; সুতরাং তোমরা অনুসরণ কর একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের আদর্শ; আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহে'।*

সুরা আল ফিল মক্কার শান্তির নিশ্চয়তার বর্ণনা, সুরা আল কোরাইশ বর্ণনা করছে মক্কার অধিবাসীদের সমৃদ্ধি, সুরা আল মাউনে ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশ থেকে আসা মক্কার জালিমদের বর্ণনা করা হয়েছে, সুরা আল কাউসার সবচেয়ে অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তি - মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি, সুরা আল কাফিরুন সম্বোধন করেছে সবচেয়ে অভিশপ্তদের, সবচেয়ে অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তাঁর অনুসারীদের সাথে সবচেয়ে অভিশপ্তদের সংঘর্ষ অনিবার্য, সুরা আন নসর অনুগ্রহ প্রাপ্তদের চুড়ান্ত বিজয়ের বর্ণনা, সুরা লাহাব বর্ণনা করছে চুড়ান্ত বিজয়ের আগে ছোট বিজয় এবং কাফিরদের করুণ পরিণতি, সুরা ইখলাস বর্ণনা করছে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে দ্বন্দের মূল বিষয়- আল্লাহ্ একত্ববাদ-তাওহীদ, সুরা আল ফালাক বাহ্যিক আক্রমণ থেকে এবং সুরা আন নাস ভিতরের আক্রমণ থেকে তাওদীদের সুরক্ষার আবেদন। পরবর্তী পাতায় কুরআন এর শেষ দশ সুরাগুলো'র মধ্যে আলোচিত আন্তসংযোগগুলো চিত্রায়িত করা হলো।

শেষ ১০ সুরার বিশ্লেষণের বর্ণনাটির উপর লেকচার দেখা জন্য পাশের কিউআরএফ কোডটি স্ক্যান করুণ

কুর'আন এর শেষ দশ সুরাগুলো'র মধ্যে আন্তসংযোগ:

وَاِذۡ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ رَبِّ اجۡعَلۡ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارۡزُقۡ اَهۡلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنۡ اٰمَنَ مِنۡهُمۡ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنۡ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيۡلًا ثُمَّ اَضۡطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ ﴿126﴾

২: ১২৬. আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, 'হে আমার রব, আপনি একে নিরাপদ নগরী বানান এবং এর অধিবাসীদেরকে ফল-মূলের রিযক দিন যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে'। তিনি বললেন, 'যে কুফরী করবে, তাকে আমি স্বল্প ভোগোপকরণ দিব। অতঃপর তাকে আগুনের আযাবে প্রবেশ করতে বাধ্য করব। আর তা কত মন্দ পরিণত।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ

১৪:৩৫ যখন ইব্রাহীম বললেনঃ হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন।

وَاِذِ ابۡتَلٰٓى اِبۡرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىۡ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنۡ ذُرِّيَّتِىۡ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِى الظّٰلِمِيۡنَ ﴿124﴾

২:১২৪. আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীমকে তার রব কয়েকটি বাণী দিয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে তা পূর্ণ করল। তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে মানুষের জন্য নেতা বানাব'। সে বলল, 'আমার বংশধরদের থেকেও'? তিনি বললেন, 'যালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না'।

رَبَّنَا وَاجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ وَمِنۡ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسۡلِمَةً لَّكَ ۖ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَيۡنَا ۚ اِنَّكَ اَنۡتَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ ﴿128﴾

২: ১২৮. 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্যে থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

رَبَّنَا وَابۡعَثۡ فِيۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيۡهِمۡ ؕ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ﴿129﴾

২: ১২৯. 'হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে আর তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

১৬:১২৩ অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, **ইব্রাহীমের দ্বীন অনুসরণ করুন,** যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

سُوْرَةُ الْفِيلِ (105)	Peace
سُوْرَةُ قُرَيْشٍ (106)	Prosperity
سُوْرَةُ (107)	Wrong Doers from Ibrahim's Generation
سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ (108)	Most Blessed
سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ (109)	Most Cursed
	Fight between Most Blessed vs Most Cursed for establishment of Tawhid
سُوْرَةُ النَّصْرِ (110)	The Victory
سُوْرَةُ تَبَّتْ (111)	Early Sign of Victory
سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ (112)	Description of Tawhid
سُوْرَةُ الْفَلَقِ (113)	Seek Protection against External Influence to
سُوْرَةُ النَّاسِ (114)	Seek Protection against Internal Influence to Tawhid

তৎকালীন সমসাময়িক ইতিহাস:

রাসুল (সাঃ) -এর সময়ের পূর্বে আরব বিশ্ব মূলতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত ছিল:

১. ইরাক
২. শাম (সিরিয়া সংলগ্ন)
৩. আল জাজিরা (৩ দিকে সমুদ্র বেষ্টিত।

ইয়েমেন/ সাবা রাজত্ব সমুদ্র নিকটবর্তী হওয়ায় এবং আফ্রিকার সাথে সহজ স্থল যোগাযোগ থাকায় ইউরোপের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল যা ৪৫০-৪৫১ খৃষ্টাব্দের বিশাল বন্যার পূর্ব পর্যন্ত প্রধান বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। বিশাল বন্যায় উক্ত বাণিজ্যিক কেন্দ্রের ব্যাপক ধ্বংস হওয়ার পর তা আর দাঁড়াতে পারেনি। আব্রাহা উক্ত বাণিজ্যিক কেন্দ্র পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় মক্কায় কাবা ধ্বংসের উদ্যোগ নিয়েছিল। ইয়েমেনের অধিবাসীরা দীর্ঘদিন যাবত উত্তরে যাত্রা করে বসবাস হয়ে আসছিল। ঈসমাইল (আ.)-এর সাথে মক্কায় বসবাসকারী প্রথম গোত্র ইয়েমনী ছিল। এমনকি মদিনায় আওস এবং খাওরাজ গোত্রগুলোর মূল-সূত্র এসেছিলো ইয়েমন থেকে।

আরব বিশ্বে মক্কা'র আশেপাশে হিজাজ এলাকায় ঈসমাইল (আ.) এর বংশধররা বিছিন্নভাবে বসবাস করছিল। ঈসমাইল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে পাঁচশত শতকে ওথাই ইবনে কালাম (জন্ম ৪০০ খিস্টাব্দে) এই বিছিন্নভাবে বসবাসকারী আরবদের মক্কায় একসাথে বসবাস করার ব্যাপারে গঠনমূলক উদ্যোগ নেয়ায় তাকে আল মুজাম্মিহ্ (প্রধান জমায়েতকারী) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তার ৩ ছেলের মধ্যে আবদ্ মানাফ পরবর্তীকালে মক্কার অধিবাসীদের নেতৃত্ব দিয়েছিল যার ৪ ছেলে ছিল: হাশেম, মুত্তালিব, নওফেল এবং আবদুস শামস্। ৪ ছেলের মধ্যে হাশেম (জন্ম ৪৬৪ খৃষ্টাব্দে) এর নেতৃত্বে ৪ ভাই কোরাইশদের শীত ও গ্রীষ্মের বাণিজ্য কাফেলা প্রবর্তন করায় মক্কা অত্র অঞ্চলে প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্রের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র পরিণত হয়েছিল। উক্ত ৪ ভাই মধ্যে হাশেম শামে (সিরিয়ায়) নওফেল ইরাকে, মুত্তালিব ইয়েমেন এবং আবদুস শামস হাবাসায় গিয়ে বাণিজ্য চুক্তি করায় উক্ত চুক্তিগুলোকে "ইলাফ" বলা হয়ে থাকে। এই ৪ ভাইকে তাই "আসহাবুল ইলাফ" বা চুক্তি'র সাথীগণ বলা হয়ে থাকে। ইলাফ শব্দটি সুরা কোরাইশে ব্যবহৃত হয়েছে। আরেকটি নামে তারা পরিচিত "আল মুত্তাজ্জিম" অর্থ বাণিজ্যকারীগণ। পরবর্তী সময়ে হাশেম পুত্র আবদুল মুত্তালিব মক্কা'র নেতৃত্বে থাকাকালীন আব্রাহা মক্কা আক্রমণ করে। আবদুল মুত্তালিবের ১০ পুত্রের একজন ছিলেন রাসল (সঃ) এর পিতা আবদল্লাহ।

ঈসা (আঃ) এর চলে যাওয়ার ৩ শত বছর পরে রোমান সাম্রাজ্য আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিস্টান ধর্মকে সরকারি ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। রোমান সাম্রাজ্য তৎকালে শুধু রোমে সীমাবদ্ধ ছিল না। পশ্চিম আফ্রিকায় কিছু অংশ যা বর্তমানে তুরস্ক, মিশরের কিছু অংশ এবং তার নিচে সুদান ও ইথিওপিয়া এবং ইয়েমেন কিছু অংশে তা বিস্তৃত ছিল। এই সব অঞ্চলে খ্রিস্টান ধর্মালম্বীরা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইয়েমেনে কিছু সময়ের জন্য ইয়াহুদীরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন খ্রিস্টানদের নির্যাতন করার ফলে হাবাসা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ইয়াহুদী শাসনমুক্ত হয় এবং পরবর্তী সময়ে স্থানীয় খ্রিস্টানরা শাসনকর্তা হিসেবে হাবাসার বাদশাহর সাথে সমঝোতায় চলতে থাকে। আব্রাহা ইয়েমেনের খ্রিস্টান শাসকের সেনাপতি ছিল এবং পরবর্তীকালে সে ইয়ামেনের শাসনকর্তাকে সরিয়ে নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করলেও হাবাসার সাথে তার সুসম্পর্ক বজায় থাকে। আব্রাহা বিশাল বন্যার পরবর্তী সময়ে ইয়েমেন এর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আধিপত্য উদ্ধারে উদ্যোগী হয়।